মার্কিন বার্তা
AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov
Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এখন বেড়ে দ্বিগুণ

ডেভিড সি মালফোর্ড
(ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত)

আগের তুলনায় এখন আরও অনেক বেশি সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রছাত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনগুলির পীঠস্থান আমেরিকা সব সময়েই বিদেশের যোগ্য ছাত্রছাত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধি এক উলেখযোগ্য ঘটনা -- পাঁচ বছরের মধ্যে যা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। খ্যাতিসম্পন্ন নিরপেক্ষ অসরকারি সংগঠন, ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (আইআইই) -এর একটি হিসাব অনুযায়ী ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে মার্কিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৪,৬০৩ -- এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর যা অন্য যে কোনও দেশের থেকে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি।

ইউএস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন ইন ইন্ডিয়ার (ইউএসইএফআই) (**www.fulbright-india.org**) শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শদান কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে চাওয়া ভারতীয় প্রার্থীদের কাছ থেকে রেকর্ড সংখ্যক অনুসন্ধান নথিভুক্ত করেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর ভারতের আটটি শহরে অবস্থিত ইউএসইএফআই অফিসগুলিতে মোট ৩ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি খোঁজখবর গৃহীত হয়েছে।

কিছু কিছু পর্যবেক্ষক অবশ্য সম্প্রতি একটা ধারনার সৃষ্টি করেছেন যাতে মনে হয় আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভিসা পাওয়া এখন আরও কঠিন হয়েছে। অথচ খুঁটিয়ে পরখ করলে অন্য ছবিই বেরিয়ে আসে।

প্রথমত আমেরিকা উপলব্ধি করেছে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে শ্রেষ্ঠতম ও উজ্জ্বলতম ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য যা যা করণীয় তা করতেই হবে। একই সঙ্গে অভিশপ্ত ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হানার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমেরিকায় প্রবেশ ও প্রস্থানের পদ্ধতি বদলানো জরুরী। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তি ও কর্মী

নিয়োগ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। এর উদ্দেশ্য দুটি -- আমেরিকাকে মুক্ত ও অবাধ রাখা এবং তার সীমান্ত আরও সুরক্ষিত করা। বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল বিষয়টিকে এক কথায় বর্ণনা করে বলেছেন, আমাদের নীতি হল, "সুরক্ষিত সীমান্ত, উন্মুক্ত দুয়ার।"

আমাদের দেশের সীমান্ত এবং সফরকারীদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে আমরা যখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছি তখন এটাও উলেখ করা জরুরী যে আমেরিকায় সফর করতে কিংবা পড়াশুনা করতে যাওয়ার জন্য ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোনও অদলবদল করা হয় নি।

তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, অতীতের তুলনায় এখন আরও অনেক বেশি ভারতীয় আমেরিকায় যান। গত দু'বছরে প্রতি বছর একই সময়ে যত ভিসা দেওয়া হয়েছে এই বছর সেই সময়ের মধ্যে মার্কিন দূতাবাস ও কনসুলেটগুলি থেকে শতকরা ১২টি বেশি ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলার সময়ের আগের চেয়ে এখন ভারতে মার্কিন ভিসা দেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতিগত আধুনিকীকরণের ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিন এখন শেষ। আরও কিছু স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতীক্ষার সময় আরও কমিয়ে আনা যাবে। বিজ্ঞানের কোনও কোনও শাখায় পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ত অতিরিক্ত কোনও পরীক্ষা পদ্ধতির মুখোমুখি হতে হবে। তবে তা মুষ্টিমেয় কিছু ভারতীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সেভিস (স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেম) ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় আবেদনকারী কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে দেরি করার আর দরকারই হবে না। ইলেকট্রনিক ফিঙ্গারপ্রিন্টিং প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় বৈধ ছাত্রছাত্রী ও সফরকারীদের ভিসা মঞ্জুরের জন্য যাচাই করা অনেক সরল হয়ে গিয়েছে। এই ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে তাদের আমেরিকায় ঢোকার রাস্তা সহজ করে দেবে। প্রতি বছরই মার্কিন দূতাবাস ছাত্রছাত্রীদের ভিসার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে তাঁরা আমেরিকায় ক্লাস শুরুর দিন থেকেই উপস্থিত থাকতে পারেন। এই বছরেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

মানব সম্পদ, প্রযুক্তি, সুযোগ-সুবিধা ও নতুন পদ্ধতির পিছনে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করার ফলে এই সব উন্নয়ণ সম্ভব হয়েছে। মার্কিন বিদেশ দপ্তর সাম্প্রতিক কালে শত শত কনসুলার অফিসার নিয়োগ করেছে, তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এবং আরও অনেক নতুন কনসুলার অফিসার এখনও কাজে যোগ দিচ্ছেন। দিলি;, চেন্নাই ও মুম্বই সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ভিসার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত স্থানের সংস্থান করা হয়েছে এবং দ্রুততর ও সামগ্রিক তথ্য সরবরাহের জন্য নতুন সরঞ্জাম বসানো হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের সতর্ক নজরদারির মধ্যে আমরা নতুন মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবেদনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সংশোধন করেছি।

আমরা এ সবই সম্পন্ন করেছি তিন বছরেরও কম সময়ে এবং দুটি মার্কিন বাজেটের সময়সীমার মধ্যে। যে কোনও মাপকাঠিতে এই কৃতিত্ব যথেষ্ট উলেখযোগ্য। বড় কোনও সংস্থায় যাঁদের কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরাও এ কথা স্বীকার করবেন। আমি নিজে জীবনের অধিকাংশ সময় করপোরেট

সংস্থায় কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এমন কোনও সংস্থা খুঁজে পাওয়া কঠিন যারা এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন তাৎপর্যপূর্ণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমাধা করতে পেরেছে।

যোগ্যতা-সম্পন্ন ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুচ্ছ পরিষেবা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজিয়ে রেখেছে। মার্কিন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সম্পদ তো ছিলই, এবার তাতে যুক্ত হল সব শিক্ষার্থীর জন্য সুরক্ষা। সকলে এবার নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমেরিকা নিরাপত্তা ও খোলামেলা বিষয় উভয়কেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে। এবং এ সব কিছুর দরুন সামান্য বা কোনও অসুবিধা সৃষ্টি না করেই।

আমেরিকার যা কিছু আপনাদের আকর্ষণ করে আমরা চাই আপনারা তার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করুন এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এই ভেবে যে আপনার নিরাপত্তা আমাদেরও সমান মাথাব্যাথার কারণ। আমেরিকায় সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে সব ধরনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র-বান্ধব পাঠ্যসূচী, চমৎকার গ্রন্থাগার ও গবেষণার সম্ভাবনা, উদ্ভাবনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব এবং বহু ক্ষেত্রে গবেষণার এমন এক ধরন যা আমেরিকাকে অন্য সব দেশের চেয়ে স্বতন্ত্র করেছে। আর আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মার্কিন সমাজের মুক্ত মনোভাব।

আমরা চাই আপনারা যাতে আমেরিকায় গিয়ে স্বাগত বোধ করেন। আপনারা যেন বুঝতে পারেন, পড়াশুনা করার জন্য আমেরিকা এক দারুন জায়গা এবং নিরাপদ স্থান।

****

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষ্য আমেরিকান সেন্টারে পাওয়া যাবে। আপনি যদি মূল ইংরেজি বয়ানটি পেতে চান তাহলে আমেরিকান সেন্টারের প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ২২৮৮ ১২০০-০৬, ফ্যাক্স: ২২৮৮ ১৬১৬; ই-মেল: pascal@state.gov) যোগাযোগ করতে পারেন।